# ضياء الحديث

# দ্বি-য়াউল হাদীস

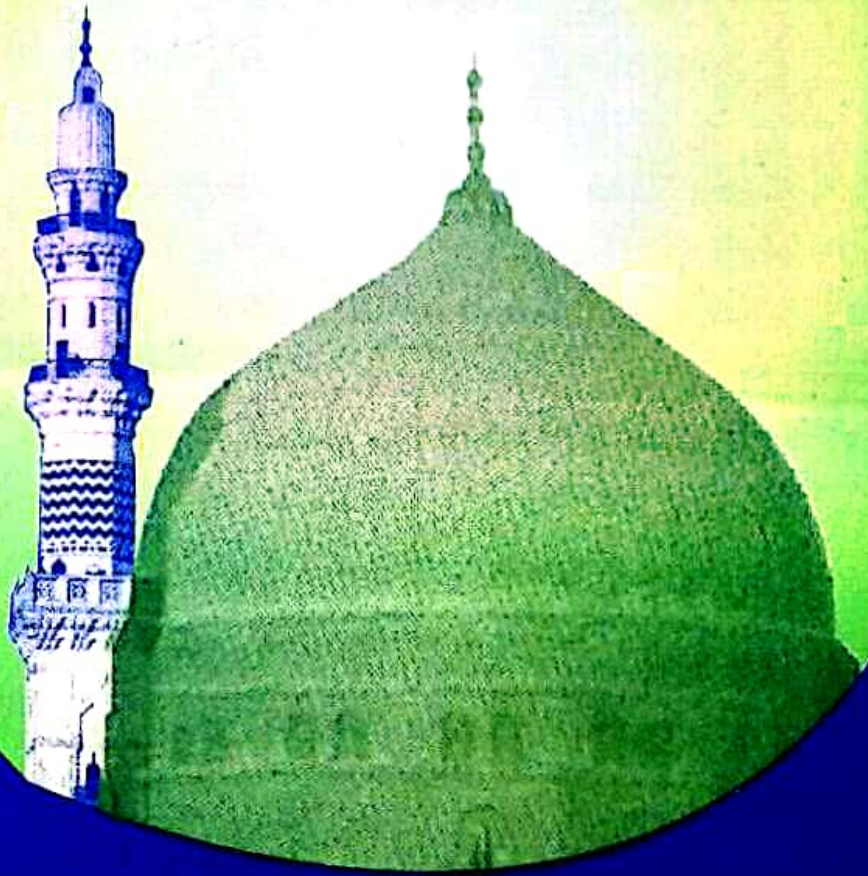



মূল : আল্লামা সৈয়্যদ শাহ তুরাবুল হক কাদেরী

ভাষান্তর : মুফ্‌তি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ

প্রকাশনায় ঃ আল্‌-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

# দ্বি-য়াউল হাদীস

(প্রথম খন্ড)

মুল ঃ আল্লামা সৈয়দ শাহ তুরাবুল হক কাদেরী, পাকিস্তান

ভাষান্তর ঃ মুফ্‌তি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ
এমএম, এমএফ, এমতফ্ (প্রথম শ্রেণী)

সম্পাদনায় ঃ মুফ্‌তি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন
প্রভাষক, জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ ১৯শে জেল্‌ক্বদ ১৪২৮ হিজরী, ৩০শে নভেম্বর ২০০৭ইং, শুক্রবার

প্রুফ রিডার ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক, ইমাম আহ্‌মদ রেজা সুন্নীয়া একাডেমী, হবিগঞ্জ।

সহযোগিতায় ঃ মুফ্‌তি মুহাম্মদ বদরুররেজা
সুপার, নূরে মুহাম্মদী সুন্নীয়া দাখিল মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ।
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বাবুল
সদস্য, আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সমাজ বিজ্ঞান (২য় বর্ষ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গ্রাফিক্স : রাজেশ, মুদ্রণে- সুন্দরম কম্পিউটার্স এন্ড অফসেট প্রেস,
পৌর মার্কেট, ডাকঘর এলাকা, হবিগঞ্জ। ০১৭১২-৩৩১৯৬৭, ০১৭২৬-৩৫৮৭৮৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ

■ ইমাম কোয়ার্টার, গাউছিয়া মসজিদ সংলগ্ন
শায়েস্তানগর আ/এ, চিরাখানা রোড, হবিগঞ্জ।
মোবা ঃ ০১৭১১-৪৫৯৯৬৫

■ মামুন রেজা লাইব্রেরী
প্রোঃ আজিজুল ইসলাম খান
ফায়ার সার্ভিস রোড, (নজীর সুপার মার্কেটের পার্শ্বে), হবিগঞ্জ।
মোবা : ০১৭১০-২২৬৫৮৮

হাদিয়া # ৪০ টাকা

প্রকাশনায় ঃ আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ।

**DIAUL HADITH**

Written by : Syed Shah Turabul Haque Qudri
Translated by : Mufti Muhammad Ashraful Wadud
Published by : Al-Hera Islami Gobeshana Parishod, Habiganj.
Mobile : 01711-459965, Price : 40 Tk.

# উৎসর্গ

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
দাতায়ে বাঙ্গাল ইমামুল আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
শায়খুল হাদীস আল্লামা আলহাজ্ব আব্দুল আওয়াল ফুরক্বানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
শহীদ জিতু মিয়া এর পবিত্র স্মৃতির প্রতি এবং শ্রদ্ধেয় মরহুম দাদা-দাদী
এবং যাঁরা আর্থিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকল মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাত কামনায়।

---

# যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

**মাওলানা সৈয়্যদ সাজিদুল হক,** সাজ্জাদানশীন পীর, পইল দরবার শরীফ, হবিগঞ্জ।
**মাওলানা পীরজাদা সৈয়্যদ আবুল মুজাররদ আশিক বিল্লাহ**
সাজ্জাদানশীন পীর খানকায়ে গাউছিয়া শায়দাইয়া, নবীগঞ্জ।
**মুফতি মুহাম্মদ তাহির উদ্দিন,** সদস্য, আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ।
**হাফেজ মফিজুর রহমান নক্বশেবন্দী**
পরিচালক, ছোট বহুলা দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ সদর।
**মুহাম্মদ বশির আত্তারী,** ঢাকা।
**এ, এস, এম মহসিন চৌধুরী,** পরিচালক, লিসডা, হবিগঞ্জ।
**লাভলু মিয়া,** প্রোঃ ক্যাফে সিরাজী, ডাকঘর এলাকা, হবিগঞ্জ।
**মাওলানা আব্দুল আলিম,** শিক্ষক, ইমাম আহমদ রেজা সুন্নিয়া মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ।
**আলহাজ্ব মফিজুর রহমান (টিটু),** নাঈম মেশিনারীজ, পুরাণ মুন্সেফী রোড, হবিগঞ্জ।
**ডাঃ খসরু,** জননী ফার্মেসী, বানিয়াচং রোড, হবিগঞ্জ।
**শেখ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর (শফিক),** শফিক ষ্টোর, সবুজবাগ, হবিগঞ্জ।
**মুহাম্মদ উবায়দুল ইসলাম,** ডাকঘর এলাকা, হবিগঞ্জ।
**মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম,** ইসলামীয়া ফার্মেসী, পি.টি.আই. রোড, হবিগঞ্জ।
**গাজী মুহাম্মদ শাহ আলী (রিপন),** সদস্য, আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ।
**মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী,** সদস্য, আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ।
**মুহাম্মদ ইস্হাক আলী,** গাউছিয়া ষ্টোর, বানিয়াচং রোড, হবিগঞ্জ।
**স্টুডেন্টর্স ফর ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি,** হবিগঞ্জ।



বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# সম্পাদকের বক্তব্য

ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় হলো আল হাদীস। পবিত্র কুরআনের রহস্যাবৃত বিষয়গুলো আমাদের কাছে উম্মোচিত রয়েছে সেই হাদীস শরীফের মাধ্যমে। তাই নবীজির বাণী "বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাও আয়াতান" পবিত্র কুরআনের আবেদনকে করেছে আরো প্রাণবন্ত, ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে করেছে সমৃদ্ধ। নবীজির পবিত্র মুখ নিঃসৃত সেসব বাণী লক্ষ-কোটি হীরা জহরতের ফ্রেমে আটকে রাখলেও যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যুগে যুগে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁদের তুলি আঁকড়ে সংরক্ষন করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থাকারে। ফলে শত শত হাদীস গ্রন্থ বর্তমান সময়ের পাঠকদের সামনে। সেসব হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত দূলর্ভ অথচ আমাদের আকীদা-আমল এবং প্রাত্যহিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় কতিপয় অমূল্য হাদীস শরীফ একত্রিত করে **'দ্বি-য়াউল হাদীস'** নামে সংকলন করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মোজাহেদে আহলে সুন্নাত আল্লামা সৈয়্যদ শাহ তুরাবুল হক কাদেরী। পুস্তকটি উর্দু ভাষায় রচিত বলে কেবল উর্দু ভাষীরা উপকৃত হচ্ছে। তাই বাংলাভাষীদের উপকারের বিষয়টি সামনে রেখে বিশিষ্ট অনুবাদক, অনলবর্ষী বক্তা মোজাহেদে মিল্লাত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ উক্ত পুস্তকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। বিষয় বিন্যাসের দিক দিয়ে পুস্তকটি সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী। অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহল পুস্তকটি হাতে নিয়ে শেষ না করে ওঠতে কষ্ট হবে। শানে রিসালাত শানে বেলায়াত সহ ঈমান-আক্বিদার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে উক্ত পুস্তকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি এবং মূদ্রণ জনিত প্রমাদ পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে জানালে সুন্দর হবে। এই পুস্তকখানী পাঠ করে কারো অন্তরে নবী প্রেমের শিক্ষা যদি প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক এবং তা হবে পরকালের নাজাতের উসিলা।

আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হোন। আমিন বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন।

**মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন**
আরবি প্রভাষক
জামেয়া কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

# প্রকাশকের বক্তব্য

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখে তরীকত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা সাইয়্যেদ শাহ তুরাবুল হক কাদেরী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাণী আল্-হাদীসের আলোকে সংকলিত এবং স্বনামধন্য আলেমদ্বীন লেখক ও অনুবাদক মুফ্তি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ সাহেব কর্তৃক অনুদিত "**দ্বি-য়াউল হাদীস**" নামক উর্দু কিতাবের বঙ্গানুবাদ ১ম খন্ড সম্মানীত পাঠক মহলের কাছে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর পাক আলিশান দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি এবং প্রিয় নবী উম্মতের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁরই প্রিয় আহলে বাইত ও আছহাব এর প্রতি বর্ষিত হউক রহমতের অফুরন্ত বারিধারা। **'দ্বি-য়াউল হাদীস'** নামক কিতাবখানায় মোট ৯৯টি বিশুদ্ধ হাদীস একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ইসলামী আক্বিদার স্ফুরণ ঘটেছে সুন্দরভাবে। আশা করি ঈমানদার মুসলমান নর-নারীগণের ঈমান ও আক্বিদার হেফাজতে অত্র কিতাবখানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত হৃদয়বান ব্যক্তি সহযোগিতা করেছেন তাদের সকল জিন্দা-মূর্দার মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহর দরবারে।

বইটি প্রকাশে তাড়াহুড়ার কারণে ভূল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে পাঠকমহলের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি ও সুপরামর্শ কামনা করছি। আশা রাখি শানে রিসালাত, বেলায়েত সম্পর্কে সঠিক দিশা দানে কিতাবখানী মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে এবং সুন্নী আক্বিদার দিক-দর্শনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

**দেওয়ান মাসুদুর রহমান চৌধুরী**
মহাসচিব
আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ
হবিগঞ্জ।



# অনুবাদকের কথা

একজন ঈমানদারের মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার ঈমান। যার ঈমান নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর সেই ঈমান হচ্ছে তাওহীদ এবং রিসালতের সমন্বিত বিশ্বাস। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ সমাজে একশ্রেণীর মানুষ তাওহীদের ঠিকাদারীতে ব্যস্ত ; রিসালাতকে বাদ দিয়ে। এরা ঈমানের মূল হায়াতুন নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন সর্বশেষ নবী ও রাসুল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাধারণ মানুষের কাতারে এনে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। পক্ষান্তরে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তুলনাহীন। মহান আল্লাহ তাঁকে অনেক ক্ষমতা ও মর্যাদাবান করেছেন। তাই রাসূল প্রেমিক ইসলামী আক্বিদায় বিশ্বাসী মুসলমান তাদের আক্বিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহর হাবিব নূরের তৈরী, তিনি হাজির নাজির ও ইলমে গায়েব জানেন, তাঁকে ইয়া রাসুল্লাল্লাহ বলে আহ্বান করা, তাঁর উসিলা গ্রহণ করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, আউলিয়া কেরামের কাছে যাওয়া, চাওয়া, তাঁদের মাজার জিয়ারত করা, গিলাফ দেওয়া ইত্যাদি পূণ্যময় কাজ কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে সত্য। আর এই সত্যকে সহজভাবে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে একত্রিত করেছেন ইসলামী দুনিয়ার অন্যতম আলেমে দ্বীন, মুফাক্কিরে ইসলাম, পীরে তরিকত, আলেমদের অহংকার, আল্লামা সৈয়্যদ শাহ্ তুরাবুল হক কাদেরী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী (পাকিস্তান), তাঁর বিখ্যাত উর্দু কিতাব **'দ্বি-য়াউল হাদীস'**-এ। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখিত বিধায় বাংলাভাষী অনেক মুসলমানদের জন্য তা হতে উপকৃত হওয়া দূরুহ ছিল। তাই আমি এর অনুবাদে হাত দিয়েছি, শত ব্যস্ততার মাঝেও। তদসঙ্গে প্রতিটি হাদীসের সাথে হাদীসের শিক্ষা নামে একটি কলাম সংযোজন করেছি। এমনিতেই অনুবাদ তত সহজ নয়। তাছাড়া নিজের জ্ঞানের দূর্বলতাতো আছেই। এতদসত্ত্বেও ভাষাকে সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছি। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি আমার ২য় প্রয়াস। তাই একান্ত আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ভাষাগত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তদুপরী মুদ্রণ প্রমাদ থেকেও মুক্ত বলে দাবী করি না। আশা করি সম্মানীত পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দানে বাধিত করবেন। অনুবাদ গ্রন্থখানা পাঠকগণের হাতে পৌঁছে দিতে যারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, নাম উচ্চারন করে আমি তাদের অবদানকে খাটো করতে চাই না। মহান আল্লাহ তাদেরকে এর "জাযায়ে খায়ের" যেন দান করেন। শেষে এ কথাই বলব- বাংলাভাষী মুসলমানদের ঈমানের হেফাজতে অত্র কিতাবখানা যদি সামান্যতম ভূমিকা রাখে তাহলে এটাই হবে আমার প্রাপ্তি।

**মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ**
খতিব, শায়েস্তানগর গাউছিয়া জামে মসজিদ
হেড মাওলানা, মির্জাপুর হাই স্কুল,হবিগঞ্জ।

# ঈমান ইসলাম এবং এহ্সান

**হাদীস নং ১ ঃ** হযরত উমর বিন খাত্ত্বাব (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসলেন যার পরিধানের কাপড় ধবধবে সাদা ছিল এবং মাথার চুল খুবই কালো ছিল। তাঁর চেহারার মধ্যে ভ্রমণের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, এবং আমাদের মধ্য থেকে তাকে কেউ চিনতাম না। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একেবারে নিকটে বসলেন এবং স্বীয় হাত রানের উপর রেখে আরজ করলেন! ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইসলাম সর্ম্পকে কিছু বলুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম হচ্ছে তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল এবং নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রামাদ্বানে রোযা রাখ এবং যদি সক্ষম হও তা হলে হজ্ব আদায় কর। আগন্তুক ব্যক্তি বললেন আপনি সত্য বলেছেন। আমরা আর্শ্চয্য হয়ে গেলাম, কেননা তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন এবং নিজেই তার সত্যায়িত করেন (মনে হচ্ছে তিনি যেন সব জানেন) অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সর্ম্পকে কিছু বলুন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাদের এবং আসমানি কিতাব সমূহের উপর এবং তার প্রেরিত রাসুলগন এবং পরকালের উপর এবং তকদিরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন কর। তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি আরজ করলেন আমাকে এহসান সর্ম্পকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র এবাদত এমন ভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং যদি সেটা সম্ভব না হয় তা হলে তুমি বিশ্বাস রাখ যে তিনি তোমাকে দেখছেন (বুখারী শরিফ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন শিক্ষক আর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম হচ্ছেন ছাত্র। তাছাড়া তিনি যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসতেন তখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেন। আর এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে তিনি মানুষের আকৃতিতে এসেছেন অথচ তাঁর সত্ত্বা হচ্ছে নূর। তাই তাকে আমাদের মত মানুষ বলা যাবে না। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্ত্বা ও নূর। মানবের কল্যাণের জন্য তিনি এসেছেন মানব আকৃতিতে। তাই বলে তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলা যাবে না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম প্রিয় নবীর দরবারে মোট ২৩ হাজার বার এসেছেন।



# আল্লাহর কুদরত ও সিফাত

**হাদীস নং- ২ ঃ** হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার উপর জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি, অতএব তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না। হে আমার বান্দাগন ! তোমরা সকলেই পথ থেকে সরে আছ কিন্তু আমি পথ প্রদর্শন করব অতএব তোমরা আমার নিকট হেদায়ত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি তোমাদেরকে খাবার দান করব, অতএব তোমরা আমার কাছে খাবারের প্রত্যাশী হও, আমি তোমাদেরকে খাবার দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র কিন্তু আমি তোমাদের কাপড় পরিধান করাব, অতএব আমার কাছে তোমরা পোষাক চাও। আমি তোমাদের কে পোষাক পড়াব। হে আমার বান্দাগণ! নিঃসন্দেহে তোমরা রাতদিন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাক, আমি তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিই অতএব আমার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের কে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে চাও, অনুরূপ তোমরা কখনও আমার কোন উপকার করতে পারবে না, যদি তোমরা আমার কোন উপকার করতে চাও। হে আমার বান্দাগন! যদি তোমাদের প্রথম এবং শেষ অর্থাৎ সকল মানব জাতি এবং জ্বিন জাতি যদি মুত্ত্বাকি ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, তা হলে আমার বাদশাহীর মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকল মানব জাতি এবং জ্বিন জাতি যদি খারাপ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও, তা হলে আমার বাদশাহীর মধ্যে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি সকল মানুষ এবং জ্বিন জমিনের একটি অংশে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা কর এবং আমি প্রত্যেক কে যার যার প্রার্থনা মোতাবেক দান করি তাহলে এতে আমার ধনভান্ডার থেকে এতটুকু কম বা ঘাটতি হবে, যতটুকু কম হবে একটি শুইকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলে। অর্থাৎ (কোন কমতি বা ঘাটতি হবে না) হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের যে আমল তা আমি তোমাদের জন্য হিসেব করে রাখছি। অতপর আমি তোমাদের কে এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব। অতএব যে ব্যক্তি ভাল পাবে সে যেন আল্লাহ্র শোকর আদায় করে, আর যে খারাপ পাবে সে যেন তার নফ্সকে তিরস্কার করে। (বুখারী ও মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, যে মহান আল্লাহ একক ক্ষমতার মালিক। তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। যার যা প্রাপ্য তাকে তা প্রদান করবেন।

## দ্বীন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ব

**হাদীস নং ৩ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের স্তম্ব বা ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্টিত করা হয়েছে। (১) এ কথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দাহ ও রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্ব সম্পাদন করা (৫) এবং রামাদ্বানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্বম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে একটি ছেড়ে দিবে সে যেন একটি খুঁটি কে ধ্বংস করে দিল।

## দ্বীন এ হক এর প্রথম শর্ত

**হাদীস নং- ৪ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে মু'আজম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি এবং সকলের চাইতে বেশী প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল প্রেম আল্লাহ্ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত। তাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

## নবী প্রেম ঈমানের প্রাণ

**হাদীস নং ৫ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন হিশাম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমার প্রাণ ব্যতিত অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়। সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঐ সত্তার শপথ, যার (কুদরতের) হাতে আমার প্রাণ, কেউ কখনও পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার প্রাণ থেকেও বেশী প্রিয় হব না। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আক্বা। আপনি আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এরশাদ করলেন হে উমর! এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল প্রেম ঈমানের মূল। যার মধ্যে রাসুল প্রেম নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।



## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যিকার প্রেমিকের পুরস্কার

**হাদীস নং- ৬ ঃ** হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত কখন সংগঠিত হবে? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? ঐ ব্যক্তি বলল, আমার নামাজ রোযা সদকার আমল তেমন বেশি নাই, তবে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল কে বেশী ভালবাসি। তখন হুজুর এরশাদ করলেন, হাশরের ময়দানে তুমি তার সাথী হবে, যাকে তুমি ভালবেসেছ। (বুখারী শরীফ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** এই পৃথিবীতে যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একনিষ্ট ভাবে ভালবাসবে, তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জান্নাতে থাকবে।

## মুশরিকদের কে ক্ষমা করা হবে না

**হাদীস নং- ৭ ঃ** হযরত আবুদারদা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শিরক এবং অন্যায়ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। (আবু দাউদ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। তিনি বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে সে যদি তাওবা করে শিরক থেকে ফিরে এসে মুসলমান হয়ে যায় তা হলে তাকে ক্ষমা করবেন। পাশাপাশি অন্যায় ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে সে অপরাধও ক্ষমা করবেন না।

## ধ্বংস হওয়ার সাতটি বস্তু

**হাদীস নং ৮ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ধ্বংস হওয়ার সাতটি বস্তু থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা আরজ করলেন, সাতটি বস্তু কি? তিনি বললেন আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, জিহাদের সময় পালিয়ে যাওয়া এবং পুতপবিত্রা মু'মিন নারীর উপর অপবাদ দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে যে সাতটি ধ্বংসনীয় বস্তুর কথা বলা হয়েছে এগুলো কোন মুসলমানের চরিত্রে থাকতে পারে না। যার মধ্যে এগুলো থাকবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

## ঈমানের পরিপূর্ণতা

**হাদীস নং ঃ ৯** আবু উসামা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নুরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কেউ আল্লাহর জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে এবং আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য বিরত রাখে সে যেন নিজের ঈমান কে পরিপূর্ণ করে নিল।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** কোন মানুষকে ভালবাসলে তা নিঃস্বার্থ ভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। দুনিয়ার কোন লোভ লালসার কারণে কাউকে ভালবাসা উচিত নয়। এমনি ভাবে কারো প্রতি আক্রোশ না রাখাই উত্তম।

## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের গুরুত্ব

**হাদীস নং- ১০ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষন না তোমাদের ইচ্ছা বা অভিলাষ আমার আনিত দ্বীন এর অনুসারী না হবে। (মিশকাত)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** মুমিনের প্রতিটি কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা অনুসারেই হওয়া উচিত। এটাই ঈমানের দাবি।

## রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মোবারকের গুরুত্ব

**হাদীস নং-১১ ঃ** হযরত মিকদাম বিন মা'আদ ইয়াকরিব রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে এর মত আরেকটি জিনিস দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ (হাদিস) খবরদার অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন একদল লোক তাদের আসনে হেলান দিয়ে বলবে শুধুমাত্র কুরআন কে আঁকড়িয়ে ধর এবং এর মধ্যে যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল হিসাবে মেনে নাও এবং যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম হিসাবে মেনে নাও। অথচ আমি যেসব বস্তু হারাম করি তা আল্লাহতা'আলা কর্তৃক হারাম করার মত।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মূলত আল্লাহর কথা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন শরীয়ত প্রণেতা।

## জান্নাতের চাবি

**হাদীস নং-১২ ঃ** হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাকে আরজ করা হল, কলেমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কি জান্নাতের চাবি? বললেন হ্যাঁ, কিন্তু কোন চাবি দাঁত ছাড়া হয় না। অতএব যদি তোমার দাঁতওয়ালা চাবি থাকে, তাহলে দরজা খুলতে অসুবিধা হবেনা। (অর্থাৎ কালিমায়ে তায়্যিবা বেহেশতের চাবি এবং নেক আমল এর দাঁত।) (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ-** জান্নাতের চাবি হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের পূর্ণতা হচ্ছে নেক আমল।



## অস্বীকারকারী কে?

**হাদীস নং- ১৩ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অস্বীকারকারী ব্যতীত (কাফির) আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবাগন আরজ করলেন, অস্বীকারকারী কারা? তিনি বললেন যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে যাবে। আর যে না ফরমানী করল সে মুনকির বা অস্বীকারকারী। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** ঈমানদারগণ সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এক মাত্র কাফিরগণ ব্যতীত।

## সুন্নত কে ভালবাস

**হাদীস নং- ১৪ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হে আমার বৎস! যদি তোমার এমন একটি সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এভাবে যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিলনা। অতঃপর এরশাদ ফরামালেন হে আমার বৎস! এটা আমার সুন্নাত। এবং যে আমার সুন্নাত কে ভালবাসল সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হিংসা পরিহার করা সুন্নাত। আর যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত কে ভালবাসবে সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## পরিপূর্ণ ঈমানদারের গুরুত্বপূর্ণ আলামত

**হাদীস নং- ১৫ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহই মোমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা স্বীয় ভাইয়ের জন্য পছন্দ না কর। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সত্যিকার মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তা পছন্দ করে।

## সত্যিকার মোমিনের পরিচিতি

**হাদীস নং-১৬ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, সত্যিকার মুসলমান সে, যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ। এবং সত্যিকার মুমিন সে, যার ব্যাপারে লোকেরা স্বীয় জান ও মাল এর ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে। (তার কোন ভয় ও বিপদ নেই) (তিরমিযি ও নাসাঈ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ নয় সে মোমিন হতে পারে না।

## ঈমান কি?

**হাদীস নং-১৭ ঃ** হযরত আবু উমামা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক ব্যাক্তি প্রশ্ন করল, ঈমান কি? তিনি এরশাদ ফরমালেন যখন তোমার ভাল আমলে তুমি পুলকিত হবে এবং খারাপ আমলে দুঃখ অনুভব করবে, তখন তুমি মোমিন। (মসনদে আহমদ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** ঈমানের পরিচয় লাভ করার পদ্ধতি হচ্ছে নেক কাজে উৎসাহ পাওয়া এবং মন্দ কাজে দুঃখ পাওয়া।

## ঈমানের শাখা সমূহ

**হাদীস নং-১৮ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। এব মধ্যে উত্তম শাখা হচ্ছে এ কথা বলা যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং নিম্নতর শাখা হচ্ছে কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জা শরম ও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** ঈমানের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা রয়েছে উত্তম শাখা হচ্ছে ঈমানী কলেমা পড়া। নিম্নতর শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।

## চারটি কথার উপর ঈমান

**হাদীস নং-১৯ ঃ** হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, বান্দাহ ঐ সময় পর্যন্ত মোমেন হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত চারটি কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রাসুল, (২) আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। (৩) মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পুনরায় জীবিত হওয়া এবং (৪) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** মোমিন হওয়ার উল্লেখ যোগ্য চারটি কথার আলোকপাত করা হয়েছে। সবগুলোর প্রতি ঈমান রাখা মোমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমাজে এমন কিছু মুসলমান রয়েছে যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে না। তারা মোমিনের অন্তর্ভূক্ত নয়।

## ওয়াসিলা তকদিরের অংশ

**হাদীস নং- ২০ ঃ** হযরত ইবনে খোজাইমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তার পিতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন যে, আমি ঝাড়ফুক, ঔষধ সেবন এর ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করি। এগুলো কি তক্বদীর পরিবর্তন করে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এই বস্তুগুলোও তকদির এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। (আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** দোয়া সহ বিভিন্ন কারণে তক্বদীর পরিবর্তন হয়।



## কু-মন্ত্রনার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য

**হাদীস নং-২১ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ওয়াস ওয়াসা তথা কুমন্ত্রনার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষন পর্যন্ত না এর আমল করবে অথবা মুখ দ্বারা প্রকাশ করবে (বুখারী ও মুসলিম) ।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ মর্যাদা যে, মনে মনে কল্পনার দ্বারা যে গুনাহ হয়, সেই গুনাহ আমল নামায় লেখা হয় না।

## ঈমানের স্বাদ

**হাদীস নং-২২ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণাবলী থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পেয়ে যাবে (১) আল্লাহ্ এবং তার রাসুলের মুহব্বত সব চাইতে বেশী হওয়া, (২) কোন ব্যক্তিকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্য (৩) ঈমান আনার পর কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে এমনভাবে ঘৃনা করবে, যে রকম আগুনে নিক্ষেপ করা কে ঘৃণা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** ঈমানের প্রকৃত স্বাদ ঐ মোমিন পাবে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল কে বেশী ভালবাসবে। কোন মানুষ কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে এবং কুফরি কে ঘৃণা করবে।

## কবরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

**হাদীস নং- ২৩ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার সাথীগণ অর্থাৎ দাফন কাজে অংশগ্রহণকারীগণ দাফন করে চলে যায়, তখন তাদের জুতার আওয়াজ সে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। অতঃপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্ম্পকে তুমি কি বলতে বা ধারণা পোষন করতে? তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দাহ এবং রাসুল। তখন তাকে বলা হবে তুমি তোমার দোযখের ঠিকানা দেখে নাও, যা মহান আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ঐ মৃত ব্যক্তি তখন উভয় ঠিকানা দেখে ফেলবে। কিন্তু মুনাফিক এবং কাফির কে যখন বলা হবে যে, তুমি উনার সর্ম্পকে কি আক্বিদা পোষন করতে? তখন সে বলবে আমি জানি না। লোকেরা যা বলত আমিও তা বলতাম। তখন তাকে বলা হবে তুমি তাঁকে চিনতে পারনি এবং কুরআনও পড়নি? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা পিটানো হবে। যৎকারণে সে এমনভাবে চিৎকার করবে মানুষ এবং জ্বিন ব্যতিত সকলেই তার চিৎকারের আওয়াজ শুনবে। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** আমলের পূর্বে ঈমানের গুরুত্ব বেশী। আর ঈমানের মূল হচ্ছেন রাসুল। তিনি উম্মতের ক্বরে তশরিফ আনবেন একই সময়ে পৃথিবীর শত শত উম্মতের ক্বরে। এটাকেই হাজির নাজির বলা হয়। ঈমান সম্পর্কে ক্বরে প্রশ্ন করা হবে। আমল সর্ম্পকে নয়।

## বরযখ বাসীদের অবস্থা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে গোপন নয়

**হাদীস নং-২৪ ঃ** হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি নাজ্জার এর বাগানে স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। আচমকা খচ্চরটি চিৎকার করে উঠল। সেখানে পাঁচ ছয়টি ক্বর ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, এই ক্বরগুলোকে কেহ চিন? এক ব্যক্তি আরজ করল, জি হ্যাঁ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, এরা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? লোকটি আরজ করল, শিরকের যুগের মধ্যে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন ঐ ব্যক্তিদেরকে, তাদের ক্বরের মধ্যে আযাব দেওয়া হচ্ছে। যদি এই আশংকা না হত যে, তোমরা মুর্দা দাফন করা ছেড়ে দিবে, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট দো'আ করে তোমাদের ঐ আযাবের আওয়াজ শুনাতাম যা আমি শুনতেছি। অতঃপর আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ঘুরিয়ে বললেন- দোজখের আজাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও, সবাই বললেন- আমরা দোযখের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। অতঃপর বললেন- ক্বরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, সবাই বললেন- আমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর বললেন প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, সবাই বললেন- আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাচ্ছি। অতঃপর বললেন- দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও সবাই বললেন আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** এই পৃথিবীতে থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর বাসীদের অবস্থা অবলোকন করার ক্ষমতা রাখেন।

## ক্বর আখেরাতের প্রথম মনজিল

**হাদীস নং- ২৫ ঃ** হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন ক্বর যিয়ারতে যেতেন, তখন তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, উনার দাঁড়ি ভিজে যেত। লোকেরা আরজ করল! আপনি জান্নাত ও জাহান্নাম কে স্মরণ করে কাঁদেন না, কিন্তু কবরের কথা স্মরণ করে কাঁদেন কেন? তিনি বললেন. সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্বর



আখেরাতের মনজিল সমুহের মধ্যে প্রথম মনজিল। যদি এটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা হলে পরবর্তী মনজিল সমূহ সহজ হয়ে যাবে। এবং যদি এটা থেকে মুক্তি পাওয়া না যায় তাহলে পরবর্তী মনজিল সমুহ বড় কঠিন হয়ে যাবে। রাসুলে মু'আজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি ক্বর থেকে বড় ভয়ানক কোন স্থান দেখি নাই। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, সবসময় ক্বর জিয়ারত করা। কেননা এতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে এবং সৎ কাজ করার প্রতি উৎসাহ পাবে।

## মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদ্‌যাপন করা সুন্নত

**হাদীস নং- ২৬ ঃ** হযরত ক্বাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নূরে মুজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি প্রতি সোমবার রোযা রাখেন কেন? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন এই দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিন অহি নাযিলের সূচনা হয়েছে। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করা সুন্নাত। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজেই রোযা রেখে পালন করেছেন।

## তাজিমে রাসুল সাহাবাগণের ঈমান

**হাদীস নং- ২৭ ঃ** হযরত মাসাওর বিন মাহযুমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে কুরাইশগণ উরওয়া বিন মাসউদকে সন্ধির কথা-বার্তা বলার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতের প্রেরণ করে। তিনি (তখনও মুসলমান হননি) সাহাবায়ে কেরামের আমলের নমুনা ঐ ভাষায় কাফিরদের কে বর্ণনা করেন যে, আমি বাদশাহগণের দরবারে প্রতিনিধি নিয়ে গিয়েছি, যেমন কায়সার ও কাসরা এবং নাজ্জাশির দরবারে। কিন্তু খোদার কসম, আমি কোন বাদশাহ কে এভাবে দেখিনি, তার সাথীগণ তাকে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে, যেভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার সাথীগণ করেন। খোদার কসম! যখন তিনি থু থু ফেলেন তখন তার (লু'আবে দহন) নিক্ষেপিত থু থু মোবারক কোন না কোন সাহাবীর হাতের মধ্যে পড়ে যেত এবং তারা সেটাকে নিজেদের মুখে ও শরীরে মালিশ করতেন। যখন তিনি কোন হুকুম করতেন তখন সাথে সাথে তা তামিল করা হত। যখন তিনি ওজু করতেন তখন সেটা অনুভব করা হত তার সাথীগণ ওজুর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহের জন্য একে অপরের সাথে মরনপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে যেতেন। তারা তার পবিত্র দরবারে ছোট আওয়াজে কথা বলতেন এবং সম্মানের কারনে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান করা ফরজ। সাহাবায়ে কেরামগণ যে ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান করেছেন আমাদের ও উচিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সে ভাবে সম্মান করা।

## রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌন্দর্য্য সাহাবাগণের দৃষ্টিতে

**হাদীস নং-২৮ ঃ** হযরত কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারক এত বেশী সুন্দর ছিল যে, আমি উনার মত এত সুন্দর আর কাউকে কখনো দেখি নাই এবং উনার পরেও আর কাউকে দেখি নাই (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দর। তাই আ'লা হযরত বলেছেন- চোখে পড়েনি কেহ তোমারী মত, তোমার তুলনা বিশ্বে হয়নি সৃজন। (বঙ্গানুবাদ লাম ইয়াতি নাযিরুকা...)

## উপমাহীন রূপ ও সৌন্দর্য্য

**হাদীস নং- ২৯ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নুরে মুজাস্‌সম রাসুলে মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারক এত সুন্দর ছিল যে আমি তাঁর মত এত সুন্দর আর কাউকে দেখি নাই। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচাইতে সুন্দর। যাকে দেখে মহান আল্লাহর কুদরতের প্রাণ প্রশান্তি লাভ করত।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মোবারক থেকে বরকত লাভ

**হাদীস নং- ৩০ ঃ** হযরত উম্মে সুলাইম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে বিছানায় আরাম ফরমাছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মোবারক থেকে ঘাম মোবারক বের হচ্ছিল। হযরত উম্মে সুলাইম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মোবারক জমা করছিলেন একটি শিশির মধ্যে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালের হে উম্মে সুলাইম! এটা তুমি কি করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার সন্তানদের বরকত হাসিলের জন্য ইহা করছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি এটা ঠিক করছ। (মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মোবারকের মধ্যে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। বরং তার ঘাম মোবারক মিশ্‌ক আম্বরের চাইতেও বেশী সুগন্ধি ছিল। সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মোবারক আতর হিসেবে ব্যবহার করতেন।



## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওজুর পানি থেকে বরকত লাভ

**হাদীস নং- ৩১ ঃ** হযরত আবু হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল চামড়ার তাবুর মধ্যে তশরীফ নিয়ে গেলেন। এবং হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওজুর ব্যবহৃত পানি একটি পাত্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং সাহাবাগণ ঐ পানির পাত্রের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। হাত বাড়ানোর কারণে, যার যতটুকু পানি নসিব হয়ে গেল সে নিজ শরীরে মালিশ করে নিল এবং যারা হাতের পানি পান নাই তারা তাদের সাথীদের হাতের আর্দ্রতা সংগ্রহ করে নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাধারণ মানুষের ওজুতে ব্যবহৃত পানি থেকে কোন ফায়েদা অর্জন করা যায় না। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত পানি উম্মতের জন্য মহা নেয়ামত। তাই সাহাবাগন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওজুর পানি সংগ্রহ করে শরীরে মালিশ করতেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মোবারক থেকে বরকত হাসিল

**হাদীস নং- ৩২ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি নরসুন্দর তার চুল মোবারক কাটছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আশেপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা এটা আশা করতেন না যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি চুল মোবারকও যেন তাদের হাত ব্যতীত জমিনে না পড়ে। (বুখারী শরীফ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি ও চুল মোবারক সংরক্ষন করে রাখতেন এর তা থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করতেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারক সাথে বেয়াদবকারী জাহান্নামী

**হাদীস নং- ৩৩ ঃ** হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি, তিনি তাঁর চুল মোবারক হাতের মধ্যে নিয়ে এরশাদ ফরমালেন, যে আমার একটি চুলের সাথে বেয়াদবী করবে তার জন্য জান্নাত হারাম। (ইবনে আসাকীর)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারকের সাথে বিয়াদবী করার জন্য যদি জাহান্নামী হতে পারে, তা হলে যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান মান নিয়ে কটাক্ষ করে তারা অবশ্যই জাহান্নামী। আল্লাহ আমাদেরকে যেন হেফাজত করেন।

## সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত পা মোবারকে চুমো দেওয়া

**হাদীস নং- ৩৪ ঃ** হযরত যেরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল কয়েসের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন মদিনা মনোয়ারায় আসলাম তখন আমি আমার সওয়ারী থেকে নামার জন্য তাড়াতাড়ি করা শুরু করলাম। অতঃপর আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত এবং পা মোবারকে চুমো দিলাম। (আবু দাউদ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাহাবাগন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ও পা মোবারকে চুমো দিতেন তাই এটা সুন্নাত। এই হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হলো মা-বাবা, পীর-মাশায়েখ, উস্তাদবৃন্দকে কদমবুছি করাও সুন্নাত।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারক বিজয় লাভ ও সাহায্য লাভের কারণ

**হাদীস নং- ৩৫ ঃ** হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি নুরে মুজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারক আমার টুপির ভিতর রেখে দিতাম। আমি উক্ত চুল মোবারক নিয়ে যে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতাম, সে যুদ্ধে ঐ চুল মোবারক এর উসিলায় অবশ্যই জয় লাভ করতাম। (হাকিম, বায়হাকী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি যুদ্ধে জয় লাভ করার পেছনে কারণ ছিল যে, তিনি সবর্দা তাঁর মাথায় ব্যবহৃত টুপির মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক একখানা চুল মোবারক রাখতেন। হযরত খালিদ নিজেই তা বলেছেন। তাই যারা মুক্ত চিন্তার অধিকারী তারা একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, নবী ও অলিদের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের তাবাররুকাত থেকে উসিলা গ্রহণ করা বৈধ।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত তাবাররুকাত এর তা'জিম করা

**হাদীস নং- ৩৬ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাথার অগ্রভাগে লম্বা চুল ছিল। আমার মা বলতেন আমি যেন এই চুলগুলো কেটে না ফেলি। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এই চুলগুলোকে শক্ত করে ধরতেন এবং টান দিতেন। (আবু দাউদ)।



**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহাবাগন খুব বেশী ভালবাসতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে মোবারক হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন সে স্থান বা বস্তুগুলোকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানার্থে সংরক্ষন করে রাখতেন। অথচ সৌদি ওয়াহাবী সরকার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কত স্মৃতি বিজরিত স্থানকে ধবংস করে দিয়েছে তার হিসাব কে রাখে?

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাবাররুকাত এর হেফাজাত ও তা'জিম

**হাদীস নং- ৩৭ ঃ** হযরত আবু বুরদাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি মদিনা মোনাওয়ারায় উপস্থিত হলাম, তখন আমার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, আমার ঘরে চল যাতে করে আমি তোমাকে ঐ পেয়ালা দিয়ে পান করাব, যেটা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করতেন। এবং ঐ মসজিদে নামাজ পড়াব, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়তেন। অতঃপর আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। তিনি আমাকে ঐ পেয়ালা দ্বারা সতো (এক প্রকার আরবীয় খাবার) পান করালেন এবং খেজুর দ্বারা মেহমানদারী করালেন অতঃপর তাঁর মসজিদে আমি নামাজ আদায় করি। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র এর স্থানগুলোকে সম্মান করতেন এরং তা থেকে ফয়েজ লাভ করতেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণই মূলত ইবাদত।

**হাদীস নং- ৩৮ ঃ** হযরত মোজাহিদ রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন, আমরা কোন এক সফরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে ছিলাম। যখন লোকেরা একটি স্থানে পৌছলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু অন্যদিকে মুর নিয়ে চলে গেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি এ রকম কেন করলেন ? তখন তিনি বললেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন করতে দেখেছি। এই জন্য আমি ও অনুরূপ করেছি। (মসনদে আহমদ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রতিটি বিষয়ে অনুসরন করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতেন সাহাবাগন তা অনুসরন করাকে এবাদত মনে করতেন।

## নবী প্রেমের বৈচিত্র রূপ

**হাদীস নং- ৩৯ ঃ** হযরত ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে আরাফার মাঠে ছিলাম। আমরা যখন মোজদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু যাত্রা বিরতি করে স্বীয় উটনিকে বসালেন। আমরা মনে করলাম সম্ভবতঃ এখানে তিনি নামাজ আদায় করতে চাচ্ছেন। আমি তার খাদেম কে, যে তার উটনির (নাকে বাঁধা) রশি ধরা অবস্থায় ছিল। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলল, তিনি সেখানে নামাজ পড়তে চান নাই বরং তার মনে পড়েছে যে, কোন এক হজ্জের সফরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এখানে পৌঁছলেন তখন উটনি থেকে নেমে রফয়ে হাজত অর্থাৎ প্রাকৃতিক কাজ সমাধান করার জন্য গমন করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে এরকমই করতে চেয়েছিলেন। (মুসনাদে আহমদ, তারগিব ও তারহিব)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকতে তাঁকে সম্মান করা, এবং তার অনুসরন করা যেমন সাহাবাগনের তরিকা ছিল, ঠিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরও অনুরূপ তরিকা ছিল।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসার অসাধারন নমুনা

**হাদীস নং- ৪০ ঃ** হযরত সাইদ বিন হুজাইর আনসারি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, তার শরীরে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি লোকদের কে বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ দিচ্ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোমড়ে চাবুক দ্বারা আঘাত করলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এর বদলা নেওয়ার সুযোগ দেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন বদলা নিয়ে নাও। সাহাবা বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার শরীরে কাপড় রয়েছে অথচ আপনি যখন আঘাত করেছিলেন তখন আমার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কাপড় সরিয়ে দিলেন তখন ঐ সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঝড়িয়ে ধরলেন এবং তার কোমর মোবারকে চুমো দিতে লাগলেন। অতঃপর আরজ করলেন, হে আমার আক্বা! আমি আসলে এটাই চাচ্ছিলাম। অর্থাৎ এভাবে আপনার শরীর মোবারককে কাছে পাওয়া এবং এতে চুমো দেওয়ার মত মর্যাদা হাছিল করা। (আবু দাউদ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সাহাবাগন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অসম্ভব ভালবাসতেন এবং সেটা কে নাজাতের উসিলা মনে করতেন।



## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতুলনীয় মানব

**হাদীস নং- ৪১ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কে রাতদিন (সওমে বেছাল) অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে সাহ্‌রী ও ইফতার ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়ারাসুলাল্লাহ! আপনিওতো রাতদিন রোযা রাখেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার মত? (সমস্ত সাহাবীগন নিরব হয়ে গেলেন) অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আমি ঐ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি যে, আমার রব আমাকে খাওয়ান এবং পান করান। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** যারা বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত মানুষ তারা পথভ্রষ্ট। কারণ এই পৃথিবীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মত উপমা দেওয়া কোন কিছু মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই। তাই তো কবি বলেন- সম্ভব নহে বর্ণনা ওগো, যেমন তুমি আছ হে গুনি, খোদার পরে তুমিই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে মোরা ইহাই জানি।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষত্ব

**হাদীস নং- ৪২ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে সমস্ত আওলাদে আদমের সরদার হব এবং আমি ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাগ্রে ক্বব্র থেকে উঠব এবং আমিই সর্বপ্রথম শাফায়ত করব আর যার শাফায়ত সর্বপ্রথম কবুল করা হবে। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের মাঠে শাফায়ত করবেন এটাই বিশুদ্ধ আক্বিদা। মহান আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শাফায়াত করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহতা'আলার মাহ্‌বুব বা প্রিয়

**হাদীস নং- ৪৩ ঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর খলিল বা বন্ধু এবং তিনি তাই। হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর সাথে রহস্যমূলক কথা বলনেওয়ালা ব্যক্তি, আর সত্যিই তিনি সেরকম। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর রূহ্ এবং কলমা। হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে আল্লাহতা'আলা মর্যাদাবান করেছেন, বাস্তবিক তিনি সেরকমই। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমি আল্লাহতা'আলার মাহ্‌বুব। আমি তা অহংকার করে বলছি না। কিয়ামত দিবসে প্রশংসার ঝান্ডা আমিই উঠাব, যার

নিচে আদম আলাইহিস্‌সালাম সহ সমস্ত লোক থাকবে। আমি এজন্য ফখর করি না যে, কিয়ামত দিবসে আমিই প্রথম শাফায়াতকারী হব এবং কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি অহংকার করিনা এজন্য যে, সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ হবে তখন আল্লাহ আমাকে সেটার মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আমার সাথে গরিব মুসলমান থাকবে। আমি অহংকার করে বলছিনা যে, আগে পিছে অর্থাৎ সকলের মধ্যে আল্লাহর নিকট আমিই অধিক সম্মানিত। (তিরমিযি, দারেমী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

## রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফযিলত বর্ণনা করা সুন্নত

**হাদীস নং-৪৪ ঃ** হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর এর মধ্যে বসলেন এবং এরশাদ ফরমালেন- আমি কে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসুল। অতঃপর এরশাদ ফরমালেন আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহতা'আলা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন, আর এই মাখলুকাতের মধ্যে আমাকে সবচাইতে শ্রেষ্ট মাখলুকাত অর্থাৎ (মানব জাতির) মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উক্ত সৃষ্টিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং আমাকে উত্তম অংশে অর্থাৎ আরবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর অনেকগুলো ভাল গোত্র তৈরি করলেন এবং আমাকে উত্তম গোত্র অর্থাৎ কুরাইশ এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কুরাইশ গোত্রের মধ্যে অনেকগুলো কবিলা সৃষ্টি করলেন, এর মধ্যে আমাকে সবচাইতে উত্তম কবিলা বনু হাশিম এ সৃষ্টি করেছেন। অতএব আমি বংশের দিক থেকে এবং জাতিগত দিক থেকে সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। (তিরমিযি)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মহান আল্লাহ যে সকল মর্যদা দান করেছেন, তা বর্ণনা করে তিনি তাঁর সাহাবাগন কে শুনিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত, নবীর শানে মাহফিল করে সকলকে নবীর শান মান শোনানো।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মিলাদ নিজেই বর্ণনা করেছেন

**হাদীস নং-৪৫ ঃ** হযরত আরবাদ্ব বিন সারিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নুরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসেবে মনোনীত ছিলাম। যখন হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম এর শরীর তৈরি করা হয়নি তখনও। আমি তোমাদের কে আমার প্রথম অবস্থা বলছি, আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম এর দোয়া এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্‌- সালাম এর সু-সংবাদ। আমি আমার মায়ের ঐ সকল দৃশ্যাবলী যা আমার মা আমার জন্মকালীন সময়ে দেখেছিলেন।



তিনি দেখলেন তাঁর সামনে একটি নূর প্রকাশিত হয়েছে। এর রৌশনিতে তিনি শাম দেশের মহলগুলো দেখতে পেলেন। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** কোন মানুষ তার জন্মের পূর্বের অবস্থা বলতে পারে না। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি এমন এক নবী, যিনি তাঁর জন্মের কাহিনী বা মিলাদ জানেন এবং সাহাবাগনকে নিজের মিলাদের বর্ণনা শুনিয়েছেন। তাই মাহফিলে মিলাদ সুন্নাত।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নুর

**হাদীস নং-৪৬ ঃ** হযরত যাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার কদমে উৎসর্গিত। আপনি আমাকে বলুন- সর্বপ্রথম আল্লাহতা'আলা কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন হে, যাবের! আল্লাহতা'আলা সকল বস্তুর পূর্বে তোমার নবীর নূর, স্বীয় নুর থেকে (ফয়েজ বা অনুগ্রহ) সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সেই নুর ভ্রমন করতে লাগল যতটুকু আল্লাহ তা'আলার মনজুর করলেন। সেই সময়ে লওহ ছিল না, কলম ছিল না, বেহেশ্‌ত ছিল না, দোযখ ছিল না, ফেরেশতা ছিল না, আকাশ ছিল না, জমিন ছিল না, সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, জ্বিন ছিল না, মানব জাতি ছিল না (বায়হাকী ও মাওয়াহিবে লুদুনিয়া)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি। যারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী তাদের এই কথা কুরআন ও হাদিসের খিলাফ। কেননা, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সৃষ্টি করা হয় তখন মাটি ছিল না। তাই প্রমাণিত হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী।

## নূরে নবুয়্যতের সৃষ্টি

**হাদীস নং-৪৭ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়ারাসুলাল্লাহ! আপনাকে কখন নবুওয়্যত প্রদান করা হয়েছে? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আমাকে ঐ সময় নবুয়্যত প্রদান করা হয়েছে যখন হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম এর রুহ্‌ এবং শরীর পৃথক ছিল। অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি করার সূচনা হয়নি। (তিরমিযি)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির শুরু থেকেই নবী হিসেবে মনোনীত ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম এর সৃষ্টির বহুপূর্বে। যারা বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ বৎসর বয়সে নবী হয়েছেন তাদের আক্বিদা বর্ণিত হাদিসের বিপরীত। যা স্পষ্ট গোমরাহী।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন

**হাদীস নং-৪৮ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আমার রবের সাথে দিদার করেছি। (মুসনদে আহমদ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানের ব্যাপকতা

**হাদীস নং-৪৯ ঃ** হযরত আব্দুর রহমান বিন আইশ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমি আমার রব কে উত্তম আকৃতিতে দেখেছি। রব তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মুকাররব ফেরেশতাগণ কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি আরজ করলাম আপনিই ভাল জানেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে হাত আমরা দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন যার শীতলতা আমি আমার বুকে অনুভব করলাম অতঃপর আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা আছে সবকিছু আমি অবগত হয়ে গেলাম। (মিশকাত)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সব কিছু জানেন।

## হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞান

**হাদীস নং-৫০ ঃ** হযরত উসরুবিন আখতার আনসারী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ালেন এবং মিম্বর এর মধ্যে আরোহন করে ভাষণ দিলেন এমতাবস্থায় জহুরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। অতঃপর জহুরের নামাজ আদায় করলেন। আবার মিম্বরে তশরীফ রাখলেন এবং ভাষণ দিলেন, এমতাবস্থায় আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেল; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামাজ আদায় করলেন। পুনরায় মিম্বরে তাশরীফ রাখলেন এবং খোতবা দিলেন এমতাবস্থায় সূর্য্য অস্তমিত হয়ে গেল। হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবায় আমাদের কে এই পৃথিবীতে যা কিছু সংগঠিত হয়েছে এবং যা কিছু সংগঠিত হবে সবকিছুর সংবাদ দিলেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই সবচাইতে বড় জ্ঞানী, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনাকৃত কথাগুলো বেশী স্মরণ রেখেছে। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সুন্দরভাবে। সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রলয় পর্যন্ত সকল কিছুর জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে রয়েছে।



## পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে এবং হবে এর খবর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখেন

**হাদীস নং-৫১ ঃ** হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে বেহেশতবাসীদের বেহেশতে প্রবেশ এবং দোযখবাসীগণ দোযখে প্রবেশ করা সহ সকল প্রকারের খবর আমাদেরকে প্রদান করলেন। যে ঐ বক্তব্য স্মরণ রাখার সে স্মরণ রাখল আর যে ভুলে গেল সে ভুলেই গেল।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হল যে, কে বেহেশতী এবং কে দোযখী তা হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত আছেন।

## হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহেশতীদের কে চিনেন

**হাদীস নং- ৫২ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক আরবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যে আমলের দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কর এবং কাউকে তাঁর সাথে শরিক করিও না এবং নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রামাদ্বানে রোযা রাখ। সেই ব্যক্তি আরজ করল, ঐ সত্ত্বার শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ। আমি এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু করব না। যখন ঐ ব্যক্তি চলে গেল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, কেউ যদি কোন জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে তাকে দেখ। (বুখারি ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী ব্যক্তিদেরকে চিনেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির ও নাজির

**হাদীস নং-৫৩ ঃ** হযরত উকবা বিন আমের রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর শরীফে আরোহন করলেন এবং এরশাদ ফরমালেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অগ্রগামী এবং তোমাদের স্বাক্ষী (কর্মের স্বাক্ষী)। নিশ্চয়ই খোদার শপথ, আমি আমার হাউজ (কাউসার) কে এখনি দেখতে পাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আমাকে যমিনের ভান্ডার সমূহের চাবি প্রদান করা হয়েছে এবং আমি এ ব্যাপারে শংকিত নই যে, তোমরা আমার পর শিরকে লিপ্ত হবে কিন্তু আমার ঐ কথায় ভয় হচ্ছে যে তোমরা দুনিয়ার মোহে ফেঁসে যাবে। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবীতে অবস্থান করছেন এবং ঐ অবস্থায় হাউজে কাউসার ও দেখতে পাচ্ছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সাথে বিভিন্ন স্থানে হাজির ও নাজির হতে পারেন এবং তাকে যমিনের সকল ধন ভান্ডারের চাবি দান করা হয়েছে।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোন বস্তু লোকায়িত নয়

**হাদীস নং-৫৪ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা মনে করো আমি শুধু কেবলার দিকে দেখি। খোদার শপথ আমার নিকট তোমাদের একাগ্রতাও গোপন নেই, তোমাদের রুকুও গোপন নেই। আমি তোমাদের স্বীয় পিটের পিছনেও দেখি। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে পিছনে সমান ভাবে দেখেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি

**হাদীস নং-৫৫ ঃ** হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি ঐ সকল বস্তু দেখি যা তোমরা দেখ না এবং আমি ঐ আওয়াজ শুনি যা তোমরা শুন না। আকাশ থেকে চড়চড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এবং সেটা এরকমই করবে, কেননা এর মধ্যে চার আঙ্গুল সমান ফাঁক নেই, যেখানে ফেরেশতা সেজদাহ করছে না। (তিরমিযি)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি আমাদের মত নয়। এবং তিনি যমিনে অবস্থান করে আকাশের খবর বলতে পারেন। অতএব সে নবী অবশ্যই উম্মতের দুরুদ ও সালামের আওয়াজ মদিনা থেকে শুনতে পারেন এবং ঐ আশেক উম্মতকে দেখতে পারেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দুরুদ পৌছানো হয়

**হাদীস নং- ৫৬ ঃ** হয়রত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, আকা ও মাওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উপর দুরুদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দুরুদ আমার কাছে পৌছানো হয় তোমরা যেখানেই থাকনা কেন। (নাসাই)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** উপরে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসুলের আশিক উম্মত পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে তাঁর উপর দুরুদ পড়লে তাঁর কাছে দুরুদ পৌছানো হয়। সাথে এও প্রমাণিত হল, তিনি মদিনার রওযায় এখনও জীবিত।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুরুদ নিজেই শুনেন

**হাদীস নং ৫৭ ঃ** হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, দু'জাহানের বাদশাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, জুম'আর দিন আমার উপর বেশী করে দুরুদ পাঠ কর। কেননা ঐ দিন হল স্বাক্ষীর দিন। এই দিন ফেরেশতাগন উপস্থিত হন। কোন বান্দাহ পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে আমার উপর দুরুদ পাঠ করলে সে আওয়াজ আমার কাছে পৌঁছে।



আমরা প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ওফাতের পরও কি অনুরূপ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন- আমার ওফাতের পরও। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত আম্বিয়াগণের শরীর মোবারক কে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন যমিনের জন্য। এই হাদিস কে হাফিজ মঞ্জুরি তারগিব এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইবনে মাজাহ এটাকে বিশুদ্ধ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। (তিবরানী, জালাউল আফহাম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, নবীগণ আপন আপন ক্বর শরীফে স্বশরীরে জীবিত। যারা বলেন নবীগন মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন তাদের আক্বিদা ভ্রান্ত।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সালামের জবাব দেন

**হাদীস নং- ৫৮ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যখন কেহ আমার উপর সালাম পাঠায় তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রুহ আমার মধ্যে ফিরিয়ে দেন। অর্থাৎ আমার রুহের দৃষ্টি সালাম প্রেরণকারীর দিকে হয়ে যায়। এমন কি আমি তাকে তার সালামের জবাব প্রদান করে থাকি। (আবু দাউদ, মসনদে আহমদ, বায়হাকী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যারা সালাম দিবেন, তাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের জবাব দানে ধন্য করবেন।

## বৃক্ষ ও পাথর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম করে

**হাদীস নং- ৫৯ ঃ** হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কা মুকাররামার বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। তখন যে বৃক্ষ অথবা পাথর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আসত, সে বলত- আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (তিরমিযী, দারেমী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস থেকে এ কথাই জানা গেল যে, যখন কোন বৃক্ষ বা পাথরের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেতেন তখন তারা নবীজিকে সালাম দিতেন অথচ আজ সমাজে যখন তাঁর উম্মতের সামনে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে সালামের কথা বলা হয় তখন তারা কিয়াম করতে নারাজ। বুঝা গেল এরা পাথরের চাইতেও নিকৃষ্ট।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কোন কিছু গোপন নয়

**হাদীস নং ৬০ ঃ** হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে এই পৃথিবীকে প্রকাশ করে দিয়েছেন অতএব এই পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংগঠিত হবে তা আমি এমনভাবে দেখতেছি, যে রকম আমার হাত এর তালু আমি দেখতেছি। (তিবরানী, আবু নাঈম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র পৃথিবীকে হাতের তালুর ন্যায় দেখেন।

## পূর্ব এবং পশ্চিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে

**হাদীস নং ৬১ ঃ** হযরত ছাওবান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যমিন কে সংকোচিত করে দিয়েছেন। অতএব আমি যমিনের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তকে অবলোকন করলাম। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অবস্থান থেকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে অবলোকন করার ক্ষমতা রাখেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবান মোবারক থেকে সর্বদা সত্য বের হয়

**হাদীস নং ৬২ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ইবনে আছ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, আমি যা কিছু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শুনতাম তা লিখে নিতাম। কুরাইশগন আমাকে বলল- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করা সকল কথা লিখিও না। সম্ভবতঃ যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও রাগান্বিত অবস্থায় থাকতে পারেন তাই আমি লেখা থেকে বিরত রইলাম এবং ঐ কথাগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- লেখ এবং স্বীয় আঙ্গুল মোবারক আপন মুখ মোবারকের দিকে ইশারা করে বললেন- খোদার কসম, এই মুখ থেকে সত্য ব্যতিত আর কিছু বের হয় না। (আবু দাউদ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবান মোবারক থেকে সর্বদা সত্য কথা বের হয়েছে।

## হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শর্‌য়ী ক্ষমতা

**হাদীস নং- ৬৩ ঃ** হযরত নসর বিন আ'সিম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় বংশের এক লোকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হাজির হল এবং ঐ শর্তে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে যে, সে শুধুমাত্র দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শর্ত কবুল করে নিলেন। (আহমদ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীয়তের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মহান আল্লাহ দান করেছেন।



## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তের মালিক

**হাদীস নং ৬৪ ঃ** হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, সাহাবাগণ আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! প্রতি বৎসর কি আমাদের উপর হজ্ব করা ফরজ? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন না। যদি আমি হ্যাঁ বলে দেই, তা হলে প্রতি বৎসরই হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তাই শরীয়তের আইন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা

**হাদীস নং ৬৫ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি গোলাম আজাদ করে দাও। ঐ ব্যক্তি বলল, আমার কাছে আজাদ করার মত কোন গোলাম নেই। এর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি লাগাতার দু'মাস রোযা রাখ। তখন সে বলল- এটা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব না, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ষাটজন মিসকিন কে খাবার দান কর। সে বলল- এটাও আমার পক্ষে সম্ভব না। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক টুকরি খেঁজুর পেশ করা হল হাদিয়া হিসাবে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অর্থাৎ প্রশ্নকারীকে বললেন, এই খেঁজুরগুলো দান করে দাও। সে আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার শপথ। এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে আমার চাইতে গরিব আর কোন ঘর বা পরিবার নাই। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মুচকি হাসি দিলেন এমন ভাবে যে, তার দাঁত মোবারক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি এরশাদ ফরমালেন, খেজুরগুলো তুমিই রেখে দাও। তোমার গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

**হাদীসের শিক্ষা :** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

## আল্লাহ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি চান

**হাদীস নং ৬৬ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলেন। এই দো'আয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে দিলেন। তখন আল্লাহতা'আলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্‌সালাম কে হুকুম দিলেন তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও এবং কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস কর ? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আমার কাঁদার কারণ হচ্ছে- উম্মতের চিন্তা। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্‌সালাম কে বললেন- আমার তরফ হতে আমার নবীকে বলে দাও যে, তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে সন্তুষ্ট করব এবং লজ্জিত করব না। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, সমগ্র মাখলুক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি চায় আর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি চান।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র কায়েনাতের মালিক ও ক্ষমতাবান

**হাদীস নং ৬৭ ঃ** হযরত রবি বিন কা'ব আসলামি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে রাতের বেলায় উপস্থিত থাকতাম। একরাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে অজু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সমাধান করার জন্য পানি পেশ করলাম (তখন রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রহমতের দরিয়ায় জুস এসে গেল) তখন এরশাদ করলেন চাও, আমার নিকট যা চাওয়ার। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম- আমার উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকুই? তখন সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তুমি আমাকে সাহায্য কর বেশী বেশী সেজদার মাধ্যমে। (মুসলিম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিবরানী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোন কিছু চাওয়া জায়েয এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে তা দান করতে সক্ষম।

## হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ইচ্ছা জান্নাত দান করেন

**হাদীস নং- ৬৮ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার এবং তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের মত চমকাতে থাকবে। আকাশা বিন মহছিন আসদরী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু আপন চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ইয়ারাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন আমাকে এদের মধ্যে শামিল করেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে তুমি ঐ জামাতে শামিল করে নাও। অতঃপর এক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, আমাকেও ঐ কাতারে শামিল করে নেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই দোয়ার মধ্যে আকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ইচ্ছা তাকে জান্নাত দান করবেন। আর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দোয়ার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসে।



## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্যা দূরবিতকারী

**হাদীস নং - ৬৯ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদিস শ্রবণ করি কিন্তু সব কিছু ভুলে যাই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তুমি তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। তখন আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মোবারক মুষ্টিবদ্ধ করে কিছু ঢেলে দিলেন চাদরের মধ্যে। তারপর বললেন, এটাকে তোমার শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। আমি লাগিয়ে নিলাম। এরপর আমি আর কোন সময় হাদিস ভুলি নাই। (বুখারী)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিপদে সাহায্য চাওয়া সাহাবাগণের সুন্নত।

## সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিপদদূরকারী মনে করতেন

**হাদীস নং- ৭০ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। যখন তিনি জুম'আর খোৎবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের ঘোড়া ধ্বংস হয়ে গেছে, বকরি মরে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন, যাতে আমাদের কে বৃষ্টি দান করেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- ঐ সময় আকাশ আয়নার মত পরিস্কার ছিল। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল এবং বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং আমি বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে পৌছালাম। এই বৃষ্টি লাগাতার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত বর্ষিত হল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঘরগুলো ধসে পড়ে যাচ্ছে। আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন- যাতে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে হেসে বললেন, হে বৃষ্টি আমাদের কে ছেড়ে আমাদের আশে পাশে বর্ষিত হও। আমরা দেখলাম, বৃষ্টি মদিনা মনোয়ারাকে ছেড়ে দিয়ে আশে পাশে বর্ষিত হল। (বুখারী ও মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকাশের মেঘমালার উপরও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। এবং মেঘমালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে।

## সাহাবায়ে কেরামগন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হাজত রাওয়া মনে করতেন

**হাদীস নং- ৭১ ঃ** হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুদায়বিয়ার দিনে লোকদের পিপাসা লাগল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চামড়ার একটি ঢুল ছিল, যেটার দ্বারা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজু করতেন। অতঃপর লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একত্রিত হলেন এবং আরজ করলেন আমাদের নিকট পানি নাই, শুধুমাত্র অজুর পানি ব্যতীত। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত মোবারক ঐ টুলের মধ্যে রাখলেন। তখন সাথে সাথে স্বীয় আঙ্গুল মোবারক থেকে পানির ঝর্না বের হতে লাগল। অতঃপর আমরা পানি পান করালাম এবং অজু করলাম। হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে প্রশ্ন করা হল- আপনারা তখন সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তখন হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- আমরা যদি সংখ্যায় লক্ষাধিক লোক হতাম এরপরও এই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু আমরা তখন সংখ্যায় ছিলাম পনেরশত জন।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল সাহাবাগণ যখনি কোন বিপদে পড়তেন সাথে সাথে তা থেকে মুক্তির জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছুটে যেতেন। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেয়ামত বন্টন করেন

**হাদীস নং- ৭২ ঃ** হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলে মু'আজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীন বুঝার ক্ষমতা দান করেন এবং নিশ্চয়ই আমি বন্টন কারি এবং আল্লাহতা'আলা তা প্রদানকারী। (বুখারী ও মুসলীম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল উভয় জাহানের খোদায়ী নিয়ামত বন্টনকারী হচ্ছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল কথা পূর্ণ হয়

**হাদীস নং-৭৩ ঃ** হযরত সালমান বিন আকওয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বাম হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, স্বীয় ডান হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ কর। সে বলল- আমি ডান হাত দ্বারা খেতে সক্ষম নই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- তুমি আর কখন ও ডান হাত উঠাবার সামর্থ পাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার ডান হাত কখনও মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারে নাই। (মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মানবে না, তাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

## নবীয়ে মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত

**হাদীস নং- ৭৪ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার এক ভয়ানক আওয়াজের কারণে মদিনাবাসীগন ভয় পেলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালহার অলস



এবং দূর্বল ঘোড়ার উপর আরোহন করে সর্বাগ্রে আওয়াজ যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওয়ানা হলেন। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন, তখন এরশাদ করলেন, আমি তোমার ঘোড়াকে দরিয়ার স্রোতের মত বেগবান পেয়েছি। সেদিনের পর থেকে ঐ ঘোড়ার সাথে কেউ মোকাবেলা করতে পারে নাই। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতুলনীয় মানব। আর তিনি যা কিছু ব্যবহার করেন, সেগুলোও অন্যের তুলনায় শ্রেষ্টত্ব লাভ করে।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মোবারক রোগের নিরাময়কারী

**হাদীস নং- ৭৫ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, যখন রাসুলে মুয়াজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালের নামাজগুলো আদায় করে নিতেন, তখন মদিনার দাস-দাসীগন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিজেদের বরতন বা প্লেইট, যার মধ্যে পানি ভর্তি থাকত সেগুলো নিয়ে উপস্থিত হতেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ প্লেইট বা বর্তনের মধ্যে স্বীয় হাত মোবারক ডুবিয়ে দিতেন। অধিকাংশ সময় ঐ লোকগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রচন্ড শীতের মধ্যে পানি নিয়ে উপস্থিত হতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত মোবারক ডুবিয়ে দিতেন। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মোবারক এর মধ্যে শিফা বা নিরাময় রয়েছে। এটা সাহাবাগণের আক্বিদা বা বিশ্বাস।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহার করা জুব্বা মোবারককে সাহাবাগন তাবাররুকাত মনে করে তার থেকে শেফা ও বরকত হাছিল করতেন

**হাদীস নং- ৭৬ ঃ** হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি জুব্বা মোবারক ছিল। তিনি বলেন ঐ জুব্বা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিধান করতেন। আমরা এখন ঐ জুব্বা মোবারককে ধৌত করে সেটার পানি রোগীদের রোগের নিরাময়ের জন্য ব্যাবহার করি এবং শিফা অর্জন করি। (মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র শরীরের সাথে যে বস্তু লেগেছে, সেগুলোর মর্যাদা এমন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর দ্বারা সাহাবাগণ বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলা নিয়ে দোয়া করা এবং ইয়ারাসুলাল্লাহ বলে আহবান করা

**হাদীস নং- ৭৭ ঃ** হযরত উসমান বিন হানিফ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, এক অন্ধ সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমার সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তুমি যদি চাও তা হলে দোয়া করব। নতুবা তুমি সবর কর। ঐ অন্ধ ব্যক্তি বলল- আপনি দোয়া করে দিন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তুমি ভালভাবে অজু করে (নামাজ আদায় কর) এরপর এই দোয়া পড়, হে আল্লাহতা'আলা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই এবং তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তোমাকে উসিলা গ্রহন করে আমার এই প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনায় আমি আমার রবের দিকে মনোনিবেশ করছি, যাতে তিনি তা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ গ্রহণ কর। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ঐ অন্ধ সাহাবী নামাজের পর এই দু'আ করলেন, তখন আল্লাহতা'আলা তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, এমনভাবে যে, বুঝা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তি কখনও অন্ধ ছিল না। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি, নাসাঈ, হাকিম, বাইহাকি, তিবরানী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে বিষয়গুলো প্রমাণিত হল তা হচ্ছে ঃ

(১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলা গ্রহন সাহাবাগনের সুন্নাত।
(২) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় বিপদ দূর হয়।
(৩) ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে নবীকে ডাকা সাহাবাগনের সুন্নত।

## রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিসবতের কারণে বিপদ দূর হয়

**হাদীস নং-৭৮ ঃ** হযরত ইবনে মুনকদর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম হযরত সফিনা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু রোম সাম্রাজ্যে মুজাহিদদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন অথবা শত্রুরা তাকে বন্দি করে ফেলল। হযরত সফিনা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু পলায়ন করে ইসলামের পথে মুজাহেদীনদের কে তালাশ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একটি হিংস্র বাঘ তাঁর সামনে এসে গেল। তখন হযরত সফিনা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে বাঘ, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম। আমার সাথে এরূপ করা হয়েছে। তখন বাঘ লেজ ঘুটিয়ে তাঁর নিকটে আসল। সে যখন কোন আওয়াজ শুনত, তখন এদিক সেদিক থাকাত। অতঃপর হযরত সফিনা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে চলতে লাগল এবং তিনি যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সৈন্যদের সাথে মিলিত হলেন তখন সে বাঘ চলে গেল। (মিশকাত)।



**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, মুছিবতের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোহাই দেওয়া সাহাবাগনের সুন্নাত। বনের হিংস্র বাঘ ও নবীর গোলামদের কে সম্মান করে।

## সাহাবায়ে কেরামগণ বিপদের সময় যেভাবে উসিলা গ্রহণ করতেন

**হাদীস নং- ৭৯ ঃ** হযরত আবু আল যাওয়াজ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, মদিনাবাসীগন শক্ত দূর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হলেন। তখন হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার এর খিদমতে ফরিয়াদ করা হলে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মোবারক এর দিকে নযর কর এবং একটি তাক তৈরি করে আকাশের দিকে ঝুলিয়ে দাও। যাতে করে রওজা মোবারক এবং আকাশের মাঝে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যখন লোকেরা এরূপ করলেন তখন খুব বৃষ্টি হল। যার কারণে যমিন ঘাস দ্বারা সবুজ হয়ে গেল এবং উটগুলো হৃষ্টপুষ্ট হল (মিশকাত)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরও তাঁর উসিলা গ্রহণ করা সাহাবাগনের সুন্নাত। তাঁর উসিলায় বিপদ দূর হয়।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাময় দান করেন

**হাদীস নং- ৮০ ঃ** হযরত ইয়াজিদ বিন আবু উবাইদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, আমি সালমা ইবনে আকওয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু পায়ের গোড়ালীতে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই আঘাত কিসের? তিনি বললেন, এটা ঐ আঘাতের চিহ্ন, যা আমি খায়বরের যুদ্ধে পেয়েছিলাম, তখন লোকেরা খবর ছড়িয়ে দিল, সালমা শহিদ হয়ে গিয়েছে। যখন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হলাম তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার ফুঁক দিলেন। ব্যস্ ঐ সময় থেকে আমি আর কখনও কোন কষ্ট পাইনি। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ মোবারকে আল্লাহতা'আলা সর্বরোগের নিরাময়তা দান করেছেন।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মোবারকের প্রেমিক

**হাদীস নং- ৮১ ঃ** হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দিতেন তখন একটি খেঁজুর গাছের টুকরার সাথে হেলান দিতেন। সেটি মসজিদে নববীর একটি ছতুন ছিল। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মিম্বর তৈরী করা হল এবং তিনি সেটার উপর আরোহন করলেন তখন ঐ শুকনা খেজুরের কাঠের টুকরা চিৎকার করে এমনভাবে কাঁদা শুরু করল, যার দরুন আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে যে, সেটা ফেটে যাবে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মিম্বর থেকে নেমে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন এবং তাফ্‌কি দিলেন অর্থাৎ (যেমন ছোট বাচ্চাদের কান্না বন্ধ করার জন্য যেভাবে মা শান্তনা দেন) তখন সেই কাঠ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদার পর শান্ত হয়ে গেল। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তাঁর শরীর মোবারকের সাথে লাগার কারণে শুকনা খেজুর গাছের টুকরার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে যায়।

## আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্‌সালামগন মৃত্যুর পরেও জীবিত

**হাদীস নং- ৮২ ঃ** হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহি মুস্‌সালামের শরীর কে ভক্ষণ করা যমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর প্রেরিত নবীগন কবরে জীবিত এবং তাদের কে রিযিক অর্থাৎ খাবার দেওয়া হয়। (ইবনে মাযাহ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল এই কথা, যারা বলে নবীগন মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন তাদের আক্বিদা ভ্রান্ত এবং হাদিসের খেলাফ। বরংচ সকল নবীগণ আপন আপন ক্বরে জীবিত এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক খাচ্ছেন এটাই বিশুদ্ধ আক্বিদা।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী

**হাদীস নং- ৮৩ ঃ** হযরত সাওবান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযি)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসার সম্ভাবনা নাই। অতএব যারা বলে এবং এই বিশ্বাস ধারণ করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করলে খাতামুন নবীয়্যীনের কোন ক্ষতি হবে না তারা কাফির।

## আম্বিয়া, উলামা, শহীদগণের শাফা'আত

**হাদীস নং- ৮৪ ঃ** হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোক (বিশেষ করে) সুপারিশ করবেন। (১) নবীগণ (২) উলামায়ে দ্বীন (৩) এবং শুহাদায়ে কেরামগন। (ইবনে মাজাহ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, নবীগণ, উলামাগণ শহীদগণ কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবেন। তাহলে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই সুপারিশ করবেন এটাই বিশুদ্ধ আক্বিদা।



## জান্নাতি দল কোনটি ?

**হাদীস নং- ৮৫ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, অদৃশ্য সংবাদ প্রদানকারী আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের এমন একটি অবস্থা হবে যেমনি বনি ইসরাইলের উপর এসেছিল। (তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন) একটি জুতা আরেকটির জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মায়ের সাথে যিনা করে, আমার উম্মতের মধ্যেও অনুরূপ হবে। নিশ্চিতরূপে বনি ইসলাইল ৭২ ফিরকা বা দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামী হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ একটি দল কোনটি? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- যে দলে আমি এবং আমার সাহাবাগণ থাকবে। (তিরমিযি)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি দল হবে। ৭২ দলের অনুসারীরা জাহান্নামী আর একটি দল জান্নাতী। সেটার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ থাকবেন। বুঝা গেল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণকে সম্মান করতে নারাজ তারা জাহান্নামী।

## সাওয়াদে আজমের অনুসরণ করা জরুরী

**হাদীস নং- ৮৬ ঃ** হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা যে একা থাকবে সে একাই জাহান্নামে যাবে। (ইবনে মাজাহ)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল হক দলের অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। দল থেকে যে আলাদা হবে সে জাহান্নামী।

## বৃহৎ দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

**হাদীস নং- ৮৭ ঃ** হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর মধ্যে একত্রিত করবেন না। জামাতের উপর অর্থাৎ একতার উপর আল্লাহর কুদরতের দয়ার হাত রয়েছে। অতএব যে দল থেকে আলাদা থাকবে, সে আলাদাভাবে দোযখে যাবে। (তিরমিযি)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, সাওয়াদে আজম বা বৃহৎ জান্নাতী দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বা (সুন্নী জামাত)। যার উপর মহান আল্লাহর দয়া রয়েছে।

## আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে থাকুন

**হাদীস নং-৮৮ ঃ** হযরত মু'আজ বিন জবল রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘের মত। নেকড়ে বাঘ যেমন দূরের ও কাছের ছাগলকে শিকার করে, এমনি ভাবে শয়তান মানুষকে শিকার করে। এই জন্য শয়তানের রাস্তা থেকে বেঁচে থাক এবং জামাত (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের) ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে থাক।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদায় বিশ্বাসী হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনা করবে তারা জান্নাতী।

## অভদ্র ও বেয়াদব ব্যক্তি কে ইমাম না বানানো

**হাদীস নং- ৮৯ ঃ** হযরত সায়িব বিন খালাদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ে নামাজের ইমামতি করল এবং কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করল। তার এই কর্ম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে বললেন, সে যেন পরবর্তীতে আর কোন নামাজের ইমামতি না করে। এরপরও যখন ঐ ব্যক্তি নামাজ পড়াতে ইচ্ছা পোষন করল, তখন লোকেরা তাকে ইমামতি করতে বাধা প্রদান করলেন। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষনা তাকে শুনিয়ে দিলেন। তখন ঐ ইমাম সংঘটিত ঘটনাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আমি নিষেধ করেছি। কেননা তুমি (ক্বিবলার দিকে থু থু ফেলে) আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দিয়েছ। (আবু দাউদ)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, খোদাদ্রোহীরা ও নবী দ্রোহীরা ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে না এবং তাদের পিছনে নামাজ পড়া নিষেধ।

## নবীগণের মিরাছ নেই

**হাদীস নং- ৯০ ঃ** হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমাদের অর্থাৎ (আম্বিয়ায়ে কেরামগণের) মিরাছ (আমাদের ইন্তেকালের পরও) নাই। বরংচ যেই সম্পদ আমরা রেখে যাই সেটা সদকা। (বুখারী ও মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, নবীগণ আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। কেননা আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সম্পদ উত্তরসুরীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। আর নবীগন এর বিপরীত।

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খলিফা বানিয়েছেন

**হাদীস নং- ৯১ ঃ** হযরত যুবায়ের বিন মুতয়িম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং কোন একটি বিষয়ে কথা বলছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনঃরায় আসার জন্য বললেন। তখন ঐ মহিলা বলল- ইয়ারাসুলাল্লাহ! আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই? সম্ভবতঃ ঐ মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের কথা বলছিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আমাকে না পাও, তাহলে হযরত আবু বকরের কাছে চলে যেও। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উফাতের পর হযরত আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হওয়া সত্য এবং এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইঙ্গিত রয়েছে।



## হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর ফযিলত

**হাদীস নং- ৯২ ঃ** হযরত সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে ওমর বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ সত্ত্বার শপথ। যার নিয়ন্ত্রনে আমার প্রাণ, শয়তান তোমাকে যে রাস্তায় চলতে দেখে সে তোমার ভয়ে ঐ রাস্তা ছেড়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর মর্যাদা কত বেশী। কেননা শয়তান তাকে দেখে ভয় পেয়ে পথ পরিবর্তন করে।

## হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর ফযিলত

**হাদীস নং- ৯৩ ঃ** হযরত আয়েশা সিদ্দিকা দীর্ঘ এক বর্ণনায় বলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হুজরা মোবারকে আরাম করছিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পায়ের গোছা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাশরিফ আনলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বের ন্যায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, কিন্তু যখন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাশরিফ আনলেন তখন তিনি বসে গেলেন এবং স্বীয় কাপড় ঠিক করে নিলেন। আমি প্রশ্ন করলে তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখে কেন লজ্জা পাব না? যাকে দেখলে ফেরেশতাগণ লজ্জা পান। (মুসলিম)

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। সাহাবাগণের মধ্যে সবচাইতে লজ্জাশীল ছিলেন হযরত উসমান গনি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

## হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর ফযিলত

**হাদীস নং- ৯৪ ঃ** হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি যার মাওলা (বন্ধু) হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মাওলা (বন্ধু)। (মসনদে আহমদ, তিরমিযি)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে তারা ভালবাসবে, যারা হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসবে।

## সাহাবায়ে কেরামগণের অবজ্ঞাকারী অভিশপ্ত

**হাদীস নং- ৯৫ ঃ** হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা যখন দেখবে, যে আমার সাহাবাগণের মন্দ বলে তখন তোমরা বলবে আল্লাহর অভিশাপ তোমার মন্দের উপর। (তিরমিযি)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, যারা সাহাবাগণের শান মান নিয়ে অবজ্ঞা করে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করে তারা অভিশপ্ত।

## হযরত হাসান ও হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুম এর ফযিলত

**হাদীস নং- ৯৬ ঃ** হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতী যুবকদের সর্দার। (তিরমিযি)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহতা'আলা ইলমে গায়েব দান করেছেন। সেই জন্য তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় কে জান্নাতিদের সর্দার হবে তা তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

## আহলে বাইতের মহব্বত

**হাদীস নং- ৯৭ ঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নুরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাস, কেননা তিনি তার অনুগ্রহে রিযিক দান করেন। এবং আল্লাহতা'আলার ভালবাসার জন্য আমাকেও ভালবাস। আর আমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমার আহলে বাইত কে ভালবাস।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হল, নবী পরিবারকে তারাই ভালবাসবে যারা আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসে।

## খারেযিরা নিকৃষ্ট জাতি

**হাদীস নং- ৯৮ ঃ** হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু খারেজিদেরকে নিকৃষ্ট জাতি মনে করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন, খারেজীরা ঐ সকল আয়াত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিত যেগুলো কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হল খারেজী ওয়াহাবীরা নিকৃষ্ট। তারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে। তাই তাদের তাফসীর মাহফির ও উস্তেমা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

## মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

**হাদীস নং- ৯৯ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, নুবে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজ দেখবে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যবান দ্বারা তা প্রতিবাদ করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তা হলে সে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃনা করে। আর এটা ঈমানের দূর্বল পরিচয়। (মুসলিম)।

**হাদীসের শিক্ষা ঃ** সমাজে অন্যায় বা মন্দ কাজ দেখলে প্রথমতঃ তা হাত দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করতে হবে। নতুবা যবান দ্বারা প্রতিবাদ করতে হবে। নতুবা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে।

(সমাপ্ত)



মুফ্‌তি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ সাহেব এর
অনুদিত বই পড়ুন এবং ইসলামী জীবন ধারায়
নিজেকে পরিচালিত করুন
প্রকাশ হয়েছে

■ না'তে রাসুল ও মিলাদে মকবুল (সংকলিত)

■ দ্বি-য়াউল হাদীস (১ম খন্ড)
মূল : আল্লামা সৈয়্যদ শাহ্ তুরাবুল হক কাদেরী (পাকিস্তান)

প্রকাশ হচ্ছে

■ শবে বরাত
মূল : আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েত রসুল কাদেরী (ভারত)

■ ইয়া'জুজও মা'জুজ এর হাকিকত
মূল : আল্লামা জাফর আত্তারী

■ ফাদ্বা-য়িলে মদিনাতুর রাসূল
মূল : আল্লামা হাফেজ মাহবুব আলী খান (ভারত)

■ আউলিয়ায়ে কেরামের উরসে পশু যবেহ করার বিধান
মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রহঃ)

■ রোযা ও ঈদাইনের মাস'আলা
মুফতি মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ

■ দ্বি-য়াউল হাদীস (২য় খন্ড)
মূল : আল্লামা সৈয়্যদ শাহ্ তুরাবুল হক কাদেরী (পাকিস্তান)

প্রকাশনায় ঃ আল্-হেরা ইসলামী গবেষণা পরিষদ, হবিগঞ্জ